ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩২৬৮
আগরতলা, ১১ জানুয়ারি, ২০২০

জনজাতি সহ রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য বনে উৎপাদিত সম্পদ বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ নিয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

বনজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বন নির্ভরশীল মানুষের জীবনজীবিকার মানোন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। বনে উৎপাদিত সম্পদকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে দেশে বিদেশে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। জনজাতি সহ রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য রাজ্য সরকার বনে উৎপাদিত সম্পদ বাজারজাতকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে প্রধানমন্ত্রী বনধন যোজনা এবং এর উপর আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন ট্রাইফেড এবং টি আর পি সি লিমিটেডের সমন্বয়ে রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তর এই কর্মশালার আয়োজন করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে বনধন যোজনা চালু করেছেন তা ঐতিহাসিক। বনে উৎপাদিত সামগ্রীর সংগ্রহ, মূল্য সংযোজন, বাজারজাতকরণ, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী গঠন সহ সুসংহত ব্যবস্থা সৃষ্টি করাই হচ্ছে এই প্রকল্পের মূল ভিত্তি। তিনি বলেন, এই প্রকল্প জনজাতিদের উন্নয়নে স্বসহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। এই প্রকল্পে ১১টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র গঠনের প্রস্তাবের মধ্যে ৯টি প্রস্তাব মঞ্জুর করেছে ভারত সরকারের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন ট্রাইফেড। আরও ১৯টি প্রস্তাব খুব শীঘ্রই পাঠানো হবে। এই প্রকল্পে রাজ্যকে ১ কোটি ২১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই যোজনা চালু হওয়ায় বনজ সম্পদ রক্ষা করার জন্য রাজ্যবাসীকে আর সচেতন করতে হবে না। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে নিজেরাই বনজ সম্পদ রক্ষা করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নামকরণ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, উজ্জ্বলা যোজনা, সৌভাগ্য, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা সহ বনধন যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পগুলি দেশবাসী মন ছুঁয়ে যায়। রাজ্যেও এই প্রকল্পগুলিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় অধিকাংশই বনভূমি রয়েছে। এই বনভূমিতে উৎপাদিত সম্পদের সঠিক মূল্য সংযোজন এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জনজাতিদের উন্নয়ন রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, রাজ্যের উত্তরাংশে প্রচুর পরিমাণে আগর গাছ রয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে রাবার গাছ, কাঁঠাল, কাজুবাদাম। রয়েছে আঁদা, কাঁচা হলুদ, ধানী লঙ্কা। এই সকল বনজ সম্পদকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মৌমাছি পালনের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। উৎপাদিত মধু সঠিকভাবে প্যাকেজিং-এর মাধ্যমে তার বাজারজাতকরণের উপর জোর দেন তিনি। রাবার উৎপাদন ও তার গুণগতমান বৃদ্ধিতে স্মোকহাউস তৈরির জন্যও তিনি পরামর্শ দেন।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি এন ই সি বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ভারত সরকারের একটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেখার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ আসবেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চললকে এক নতুন দিশায় নিয়ে যেতে চাইছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। এইক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে অতিশীঘ্রই প্রথম সি এন জি রাজ্যে পরিণত করার পরিকল্পনা চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সময়ে ত্রিপুরার রাজস্ব সংগ্রহ বেড়ে ২৬ শতাংশ হয়েছে। স্বনির্ভরতার মানসিকতা সবার মধ্যে গড়ে উঠেছে। স্বরোজগারি হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারীও তৈরি হয়েছে। নতুন স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী গঠিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতি অংশের মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, গ্রাম ও বনাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ লোকদের বনে উৎপাদিত সামগ্রী যাতে সরাসরি বাজারজাত করা যায় এবং স্থানীয় মধ্যস্থতাকারীদের থেকে তাদের রোধ করতে প্রধানমন্ত্রী বনধন যোজনা একটি উপযোগী প্রকল্প। সাধারণ গ্রামীণ মানুষদের উপকৃত করার উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, জীবনজীবিকা নির্বাহে বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এই বনজ সম্পদের গুরুত্ব আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। আগামী দিনে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ গরিব মানুষ উপকৃত হবেন বলে তিনি আশাব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ, মুখ্য বনসংরক্ষক ড. অলিন্দ রাস্তোগী, ট্রাইবাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের (TRIFED) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রিজিওন্যাল ম্যানেজার এ ডি মিশ্রা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এন ডার্লং। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দপ্তরের বিশেষ সচিব তথা অধিকর্তা তনুশ্রী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র বনজ সামগ্রী (MFP) থেকে তৈরি প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশবান্ধব জলের বোতল এবং ফুল ঝাড়ু এই দুটি সামগ্রী ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই দুটি সামগ্রীকে মেইক ইন ত্রিপুরা (MIT) বলে তিনি অনুষ্ঠানে আখ্যায়িত করেন। এছাড়াও বনধন বিকাশ কেন্দ্রের জন্য খোয়াই, উত্তর ত্রিপুরা এবং সিপাহীজলা জেলাকে যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ, ৩০ লক্ষ এবং ৩০ লক্ষ টাকার চেক সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক, ডি এফ ও এবং দুটি স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

*****